

সূচিপত্র



প্রথম অধ্যায়

তাসাওউফের পরিচয় ও স্বরূপ

- ◆ আত্মার সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় হারাম কাজ ২৩
- ◆ আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি তারবিয়াতের মাধ্যমে লাভ হয় ২৩
- ◆ তাসাওউফ সম্পর্কে ভুল ধারণা ২৪
- ◆ তাসাওউফের প্রকৃত রূপরেখা ২৫
- ◆ হযরত উমর ফারুক রাযি.-ও জান্নাতের সুসংবাদ ২৬
- ◆ হযরত উমর ফারুক রাযি. ও আখেরাতের ভয় ২৬
- ◆ হযরত উমর ফারুক রাযি. কর্তৃক মীয়াব (নালা) ভাঙ্গা ২৭
- ◆ হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর আত্মগুন্ডি ২৯
- ◆ বর্তমান সমাজের অবস্থা ২৯
- ◆ নফসের চিকিৎসক প্রয়োজন ৩০
- ◆ চরিত্র সংশোধনের সহজ উপায় ৩০
- ◆ সব জিনিসেই ভেজাল আছে ৩২
- ◆ যেমন আত্মা তেমন ফেরেশতা ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

- ◆ মাওলানা ঈসা রহ. এর পরিচয় ৩৩
- ◆ 'আনফাসে ঈসা' কিতাবের পরিচয় ৩৫
- ◆ তাসাওউফের প্রকৃত উদ্দেশ্য ৩৫
- ◆ শায়খের প্রয়োজনীয়তা ৩৮
- ◆ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা ৩৯
- ◆ বিনয় ও নিজেকে লাক্ষিত করার মধ্যে পার্থক্য ৪০
- ◆ সুগন্ধির উদাহরণ ৪১

- ◆ আম ও গুড়ের মিষ্টতার পার্থক্য ৪১
- ◆ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ৪২

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মশুদ্ধির স্বরূপ

- ◆ আয়াতে বর্ণিত তিনটি গুণের বর্ণনা ৪৪
- ◆ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার চারটি উদ্দেশ্য ৪৫
- ◆ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন কেন? ৪৬
- ◆ পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার পর বাস্তবে শিক্ষার্জন জরুরী ৪৬
- ◆ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম ও তারবিয়াত উভয়টির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে ৪৭
- ◆ চারিত্রিক পরিশুদ্ধির অর্থ কী? ৪৭
- ◆ আত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিসমূহ গচ্ছিত রাখা হয়েছে ৪৮
- ◆ অন্তরের পরিশুদ্ধতা আবশ্যিক ৪৮
- ◆ দেহের সুস্থতা আত্মার সুস্থতার উপর নির্ভরশীল ৪৯
- ◆ আত্মার ইচ্ছা পবিত্র হওয়া উচিত ৫০
- ◆ সদিচ্ছার উদাহরণ ৫০
- ◆ আত্মার আমল হালাল-হারাম উভয় প্রকার হয়ে থাকে ৫১
- ◆ ইখলাস আত্মার হালাল আমল ৫১
- ◆ শোকর ও সবর আত্মার আমল ৫১
- ◆ অহংকার আত্মার হারাম কাজ ৫২
- ◆ তাসাওউফের প্রকৃত স্বরূপ ৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ সংস্কারের উপায়

- ◆ সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ ৫৫
- ◆ আমরা নিজের অবস্থা সম্পর্কে অনবগত আর অন্যদের চিন্তায় মগ্ন ৫৬
- ◆ সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৫৭
- ◆ অসুস্থ ব্যক্তির অন্যের অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? ৫৭
- ◆ আত্মার রোগের চিকিৎসা ৫৮

◆ আত্মসমালোচনার মজলিস	৫৮
◆ মানুষের সর্বপ্রথম কাজ	৫৯
◆ সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি	৫৯
◆ হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-এর বৈশিষ্ট্য	৬০
◆ হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিজের সম্পর্কে মুনাফিকির আশঙ্কা	৬১
◆ অন্তরের কথায় প্রভাব হয়ে থাকে	৬১
◆ আমলহীন মানুষের কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয় না	৬১
◆ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায	৬২
◆ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা	৬২
◆ 'সওমে বেসালে'র নিষেধাজ্ঞা	৬২
◆ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত	৬৩
◆ আল্লাহর মাহবুব পরীখাও খনন করেছেন	৬৪
◆ রাসূল (সা.)-এর পেটে পাথর বাঁধা	৬৪
◆ হযরত ফাতেমা রাযি.-এর কষ্ট	৬৫
◆ শাবানের ৩০ তারিখে নফল রোযা রাখা	৬৬
◆ হযরত থানভী রহ.-এর সতর্কতা	৬৬
◆ সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি	৬৭
◆ নিজের দায়িত্ব পালন করুন	৬৮
◆ উল্লিখিত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা	৬৯
◆ উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা	৭০
◆ সন্তানকে সংশোধনের সময়সীমা	৭০
◆ নিজেকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়	৭১
◆ বক্তাদের জন্যে হুশিয়ারী	৭২
◆ বাতি থেকে বাতি জ্বলে	৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মশুদ্ধির ফিকির করা

◆ মুসলিমদের দুর্দশার কারণ	৭৫
◆ সংশোধনের সূচনা নিজের থেকেই হওয়া উচিত	৭৬
◆ প্রত্যেককে নিজের আমলের জওয়াব দিতে হবে	৭৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

তাসাওউফের পরিচয় ও স্বরূপ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوذُ
 بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ
 يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنَّ
 سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
 وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي
 صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইয়েরা! বিগত কয়েক জুমা ধরে সূরা মুমিনূনের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতের আলোচনা চলছে। যাতে

১. ইসলামী খুতুবাতে খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১১৮-১৩৪; আসরের নামাযের পর বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ, করাচী।

আল্লাহ রাসূল আলামিন ঈমানদারদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন।
আয়াতগুলো হলো-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٧﴾

অর্থ : ১. নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফলতা অর্জন করেছেন। ২. যারা তাদের
নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত
থাকে। ৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ
করে। ৬. নিজেদের স্ত্রী ও নিজেদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য
সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৭. তবে কেউ
এছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।^২

উল্লিখিত আয়াতগুলোর চতুর্থটি হলো- “সফলকাম ঈমানদার তারা যারা
যাকাতের উপর আমল করে।” আমি ইতোপূর্বে বলেছিলাম যে, অত্র
আয়াতের দুটি অর্থ। তা হলো— ১. যাকাত দেওয়া, ২. নিজের স্বভাব-
চরিত্রকে পাক-পবিত্র করা। এই দ্বিতীয় অর্থের বর্ণনায় কয়েক জুমা
অতিবাহিত হয়েছে। আজ এর পরিশিষ্ট আলোচনা করব। এরপর বেঁচে
থাকলে পরবর্তী আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগ দেব। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা নামায, রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত
কিছু বিধান আমাদের উপর আবশ্যিক করার পাশাপাশি অভ্যন্তরের সাথে
সম্পৃক্ত কিছু বিধানও আমাদের উপর আরোপ করেছেন। যেমন মানুষের
অন্তরে ইখলাস থাকা আর রিয়া না থাকা। অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের
মহব্বত থাকা আর শত্রুতা না থাকা। বিনয়ী হওয়া আর অহংকারী না
হওয়া ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা আর শোকরের ক্ষেত্রে শোকর
করা।



♦ আত্মার সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় হারাম কাজ

আত্মার সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো হারাম কাজ রয়েছে। যেমন- হিংসা করা, অহংকার করা, কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখা। যশ-খ্যাতি ও মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা ইত্যাদি। তাই নীতি-চরিত্রের সংশোধন এবং সেগুলোকে পাক-পবিত্র করা একজন মুমিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয। শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা এবং উমরাহ করা যথেষ্ট নয়। বরং আত্মার এসব আমল ও আখলাককে সংশোধন করাও জরুরী। অন্তরে যেন অহংকার না থাকে, হিংসা না থাকে, প্রদর্শনপ্রবৃত্তি না থাকে, যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যে কাজ করা না হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে বন্ধমূল না হয়। বরং আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত অন্তরে থাকে।

♦ আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি তারবিয়াতের মাধ্যমে লাভ হয়

আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি অন্তরে অর্জন করতে হলে শুধু কিতাব পড়ার দ্বারা অর্জন হবে না, শুধু বয়ান শোনার দ্বারা অর্জন হবে না; বরং এর জন্য তারবিয়াতের প্রয়োজন হয়। পূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের পেছনে যেসব উদ্দেশ্যের কথা কুরআনে কারীম আলোচনা করেছে তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মানুষের নীতি-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের আত্মা থেকে নীতিহীনতার নোংরামি দূর করবেন। এ কাজ তারবিয়াতের মাধ্যমে হয়। ইসলামী শাস্ত্রসমূহের মধ্যে তাসাওউফ যেই শাস্ত্রের নাম, তার আসল উদ্দেশ্যই হলো আখলাকের তারবিয়াত তথা সংশোধন করা। আপনারা ‘ফিকহ’ শব্দ শুনেছেন। ‘ফিকহ’ এমন শাস্ত্রকে বলে, যাতে যাহেরী আমলের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়। কোনটা জায়েয, কোনটা নাজায়েয? কোনটা হালাল, কোনটা হারাম? নামাযের সময় কোনটা? কীভাবে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হয়, কীভাবে পড়লে অশুদ্ধ হয়? রোযার বিধান কী? যাকাতের বিধান কী? হজ্জের বিধান কী? এসব বিষয় ফিকহশাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়। এসব বিধানের সম্পর্ক বাহ্যিক আমলের সঙ্গে।

